নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

বিশ্ব ও প্রবাস

এবার যারা নোবেল পুরুষ্কারে ভূষিত হলেন

হিসাব ডেক্স প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ১ মিনিট পাঠ



২০২৬ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের এখন পর্যন্ত ঘোষিত পাঁচটি ক্যাটাগরির পূর্ণাঙ্গ নাম প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শুরুতে এই পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী ইতোমধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য এবং শান্তি—এই পাঁচ বিভাগের বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করেছে নোবেল কমিটি ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল ডাইসেরথ, জার্মানির পিটার হেগেম্যান ও গেয়র্গ নাগেল যৌথভাবে নোবেল পেয়েছেন । আলো-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেল এবং অপটোজেনেটিক্স (Optogenetics) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য নোবেল কমিটি তাদেরকে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরুষ্কার প্রদান করেন।

পদার্থবিজ্ঞানে এবার নোবেল পুরুষ্কার পেলেন ফ্রান্সিস হালজেন। তিনি জন্মসূত্রে বেলজিয়ামের

নাগরিক হলেও পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরিতে অসামান্য অবদান এবং মহাজাগতিক উৎস থেকে আসা উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারের জন্য তাকে এই পুরুষ্কারে ভূষিত করা হলো।

রসায়ন বিভাগে এবার য়ৌথভাবে নোবেল বিজয়ী হলেন অঁরি বি কাগান এবং কেনসো সোয়াই। অঁরি বি কাগান ফ্রান্স এর নাগরিক ও কেনসো সোয়াই জাপান এর নাগরিক। অসমমিত জৈব সংশ্লেষণে (Asymmetric organic synthesis) নন-লিনিয়ার প্রভাব এবং অটোক্যাটালিসিস আবিষ্কারের জন্য তারা য়ৌথভাবে এবার নোবেল পুরুষ্কার অর্জন করেন।

সাহিত্য বিভাগে এবার নোবেল অর্জন করেন অ্যান কার্সন। তিনি কানাডার নাগরিক। তাঁর সাহসী ও উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্মের জন্য, যা ধ্রুপদি ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে সাহিত্যের প্রচলিত সীমানা ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে।

এবার শান্তি তে নোবেল পুরুষ্কার পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক নাভানেথেম নাভি পিল্লাই। আন্তর্জাতিক আইন, ন্যায়বিচার, এবং যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে নোবেল পুরুষ্কার দেওয়া হয়।

অর্থনীতিতে যৌথভাবে নোবেল পুরুষ্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রবার্ট ই. হল এবং অধ্যাপক মাইকেল উডফোর্ড। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে কাজ করার জন্য তাঁরা এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁদের তৈরী সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেলগুলোর মাধ্যমে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক মন্দা বা দ্রুত প্রবৃদ্ধির মতো পরিস্থিতিগুলো আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।